তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

দৈনিক
ইত্তেফাক

চার বছর ধরে মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ

সরকারি স্কুলের চালচিত্র

১৭৪১ সহকারী শিক্ষক ও সাড়ে ৪শ সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য, বিসিএস নন ক্যাডারে উত্তীর্ণদের থেকে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ

■ নিজামুল হক

পদ উন্নীতকরণ জটিলতায় মাধ্যমিক সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ আছে ২০১২ সাল থেকে। ফলে এ সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ সময়েও নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত করতে না পারায় পিএসসির মাধ্যমেও নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে প্রতিনিয়ত শূন্য পদের সংখ্যা বাড়ছে। এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয় পড়াচ্ছেন। আবার কখনো ক্লাসও বন্ধ থাকছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় শূন্য রয়েছে সাড়ে ৪০০ সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদও। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে একই পদে থাকা শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়েছে। কারো কারো মধ্যে পাঠদানে অনীহা তৈরি হয়েছে।

তবে নিয়োগ বিধি করতে না পারায় বিকল্প উপায়ে সাড়ে ৪০০ শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। এবার বিসিএস উত্তীর্ণদের মধ্যে থেকে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের আলোকে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) থেকে নিয়োগের বিষয়ে ইতিবাচক মতামত পাওয়া গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন বলেন, সাড়ে ৪০০ নিয়োগ হবে শিগগিরই। দু-একদিনের মধ্যেই তালিকা মন্ত্রণালয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তালিকা পাওয়ার পরই নিয়োগ দেওয়া হবে। ফলে কিছুটা হলেও শূন্য পদ পূরণ হবে। তিনি জানান, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত হয়েছে। সরকারি আদেশ জারি হবে শিঘ্রই।

তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৩৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষকের ১ হাজার ৭৪১টি পদ শূন্য। মহানগরীর স্কুলগুলোতে তেমন সংকট না থাকলেও উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে এ সংকট তীব্র। এ ছাড়া এ সব সরকারি স্কুলে তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষকও নেই। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালের ১৫ মে সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চার বছর ধরে

২০ পৃষ্ঠার পর

মর্যাদা দেন। এতে শিক্ষক নিয়োগের মূল ক্ষমতা চলে যায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) হাতে। এর আগে মাধ্যমিক শিক্ষকদের পদটি তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদার হওয়ায় মাউশি নিজস্ব এখতিয়ারে নিয়োগ দিতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা হওয়ায় এখন এ নিয়োগ পিএসসিকে দিতে হবে।

পিএসসি মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, নিয়োগ বিধি গেজেট আকারে জারি না হলে এ পদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সম্ভব নয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আগে নিয়োগ বিধির গেজেট প্রকাশ করতে হবে। এতে সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে বিলম্ব হবে। এ সব বিবেচনায় বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন ক্যাডার থেকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, জনবল সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া প্রশাসনিক কাজকর্মও স্বাভাবিকভাবে করা যাচ্ছে না। মাউশি ২০১২ সালের ৯ মার্চ এক হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। ২০১৩ সালের জুন মাসে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরেরই ২৮ জুন লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বড় অংকের বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠায় শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে তা স্থগিত রাখা হয়।

পদোন্নতি জটিলতায় শূন্য সাড়ে ৪০০ সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ: এ দিকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের সাড়ে ৪০০ পদ শূন্য থাকলেও এসব পদে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আইনি জটিলতার কারণে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ২০১০ সাল পর্যন্ত বিএড ডিগ্রি অর্জনের দিন থেকে জ্যেষ্ঠতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। অর্থাৎ চাকরির শুরু যত আগেই হোক, জ্যেষ্ঠতার গণনা হবে বিএড ডিগ্রি অর্জনের সময় থেকে। অথচ চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে বিএড ডিগ্রি চাওয়া হয়নি। ফলে অনেক জুনিয়র শিক্ষক, যারা ঢুকেই বিএড করে ফেলছেন, তারা প্রমোশন পেয়ে গেছেন। আর পুরনো অভিজ্ঞ শিক্ষক, যারা পরে বিএড করেছেন, তাদের ভাগ্যে পদোন্নতি জোটেনি— এ সব অভিযোগ শিক্ষকদের।

জ্যেষ্ঠত্বের কারণে সিনিয়রদের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করে ২০১১ সালে এই নীতিমালা সংশোধন করা হয়। সেখানে যেদিন থেকে চাকরি শুরু করবেন সেদিন থেকেই জ্যেষ্ঠতা ধরা হয়। তবে পদোন্নতির শর্ত দেওয়া হয়, অবশ্যই তার বিএড ডিগ্রি থাকতে হবে।

মাউশি'র ওই নীতিমালার আলোকে প্রণয়ন করা তালিকার প্রতিবাদে ২০১৫ সালের মে মাসে হাইকোর্টে রিট করেন কয়েকজন সহকারী শিক্ষক। তারা আগের সালের নিয়োগবিধি আমলে নিয়ে বিএডপ্রাপ্তির তারিখ থেকে পদোন্নতির দাবি জানান। ২০১৫ সালের ৭ ডিসেম্বর রিটের রায়ে বলা হয়, ২০১০ ও ২০১১ সালের নিয়োগবিধি সাংঘর্ষিক। আরো বলা হয়, ২০১০-এর নিয়োগবিধির মাধ্যমেই সিনিয়রিটি বিবেচনা করা হবে। হাইকোর্টের রিটের এই রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকজন সহকারী শিক্ষক আপিল করেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আপিলের শুনানি হবে।

মাউশির পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, কিভাবে বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা যায় এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইনছান আলী বলেন, ২০১১ সালের নিয়োগবিধি সব সরকারি চাকরিজীবীর জন্য। সহকারী শিক্ষকদের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০১০ সালের নিয়োগবিধিই কার্যকর করার পক্ষে মত তার। তবে তিনি বলেন, আমরা দুই পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করছি। দুই পক্ষ মামলা তুলে নিলেই সমস্যার সমাধান হবে।